গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন কমিশন

বিষয়

নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত জাতিসংঘ সনদ (সিডও), ১৯৭৯ থেকে বাংলাদেশের শর্ত-সংরক্ষণ প্রত্যাহার বিষয়ে আইন কমিশনের সুপারিশ

বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ভবন
১৫, কলেজ রোড, ঢাকা-১০০০

১২ ফেব্রুয়ারী ২০১৩

নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত জাতিসংঘ সনদ (সিডও), ১৯৭৯ থেকে বাংলাদেশের শর্ত-সংরক্ষণ প্রত্যাহার বিষয়ে আইন কমিশনের সুপারিশ

ফেব্রুয়ারী ১২, ২০১৩

১. সূচনা

১৯৭৯ সনে গৃহীত ও ১৯৮১ সন থেকে কার্যকর সিডও-এর ধারা ২, ১৩(ক) ও ১৬(১)/গ/চ শর্ত-সংরক্ষণ করে, অর্থাৎ এই ধারাসমূহের শর্তাবলী দ্বারা বাধ্য থাকবে না উল্লেখ করে ১৯৮৪ সনে বাংলাদেশ এই সনদে যোগদান করে। এরপর ১৯৯৭ সনে বাংলাদেশ ধারা ১৩(ক) ও ১৬(১)/চ থেকে শর্ত-সংরক্ষণ প্রত্যাহার করে। কিন্তু ধারা ২ ও ১৬(১)/গ এর শর্ত-সংরক্ষণ বহাল থাকে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ধারা ২ ও ধারা ১৬(১)/গ থেকে সংরক্ষণ প্রত্যাহার করে পরিপূর্ণভাবে সনদের পক্ষ রাষ্ট্র হওয়া। যে কারণে শর্ত-সংরক্ষণ দুইটি বহাল রাখা হয়েছে তা বিশ্লেষণে দেখা যায় সেটি যুক্তি ও আইনের বিচারে সঠিক প্রতিয়মান হয় না। সিডও-এর উল্লিখিত শর্তাবলী শরীয়াহ্ আইনের সঙ্গেঁ সাংঘর্ষিক নয় বিধায় এর শর্ত-সংরক্ষণ প্রত্যাহার বিবেচনা করা যৌক্তিক ও কাঙ্খিত। অন্যান্য মুসলিম বা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র কর্তৃক শর্ত-সংরক্ষণ বিষয়টি পর্যালোচনা করলে তা আরো পরিষ্কার হবে।

ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) ৫৭টি সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে ইরান, সুদান ও সোমালিয়া বাদে সকলেই সিডও অনুসমর্থন করেছে। এর মধ্যে ২৯টি রাষ্ট্র শর্ত-সংরক্ষণ ছাড়াই অনুসমর্থন করেছে। এই রাষ্ট্রসমূহ বেশীরভাগই আফ্রিকা ও মধ্য এশিয়ার। এর বাইরে শুধু ইন্দোনেশিয়া ও ইয়েমেন শর্ত-সংরক্ষণ ব্যতিরেকে অনুসমর্থন করেছে, যদিও এই রাষ্ট্র দুইটি নিজস্ব ঘোষণার দ্বারা তাদের অবস্থান পরিষ্কার করেছে। তুরস্ক পরে সকল শর্ত প্রত্যাহার করেছে। সাহারা অঞ্চলের আফ্রিকান রাষ্ট্রের মধ্যে শুধু মরিসাস ও নাইজার শর্ত-সংরক্ষণ করে সিডও অনুসমর্থন করেছে (Sisters in Islam, Musawah, Selangor, Malaysia, 211).

উল্লেখযোগ্য, ১৯৬৯ সনের আন্তর্জাতিক চুক্তি আইন বিষয়ক সনদ অনুযায়ী কোন ধারা বা বিধানের শর্ত-সংরক্ষণ করে কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি বা সনদ স্বাক্ষর বা অনুসমর্থন করা বৈধ। তবে সংরক্ষণকৃত ধারা বা বিধান অবশ্যই চুক্তির মূল উদ্দেশ্য বা মর্মের পরিপন্থী হবেনা, কিংবা এমন শর্তসংরক্ষণ করা যাবেনা যার ফলে চুক্তি সম্পাদন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে। বিগত বছরসমূহে শর্ত-সংরক্ষণ আইনের প্রয়োগে কিছুটা শৈথল্য লক্ষ্য করা যায়। আন্তর্জাতিক আদালতও এক উপদেশমূলক অভিমতে শর্ত-সংরক্ষণ বিধানটি অনেকটা

শিথিলভাবে প্রয়োগ করার পক্ষে মত দেন। চুক্তির পক্ষ রাষ্ট্রসমূহের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্যই হয়তো আদালত কড়া অবস্থান গ্রহণ করা থেকে বিরত থেকেছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক আইন কমিশন এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করে। কমিশন চুক্তির উদ্দেশ্যের সঙ্গেঁ সাংঘর্ষিক শর্ত-সংরক্ষণের বিরোধী। (এম.শাহ আলম, *সমকালীন আন্তর্জাতিক আইন*, ২য় সংস্করণ, নিউ ওয়ার্সি বুক কর্পোরেশন, ঢাকা,২০০৭, পৃঃ ২৬৯-২৭০)

২. বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্র কর্তৃক শর্ত-সংরক্ষণের ভাষার ভিন্নতা

মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ সিডও এর একই ধারা বা বিধানের শর্ত-সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাষা ব্যবহার করেছে। অন্যদিকে কোন রাষ্ট্র কোন্ বিধানের শর্ত-সংরক্ষণ করেছে তাতেও ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। অনেক রাষ্ট্রই নিজ দেশের জাতীয়তা আইনের সঙ্গেঁ সম্পৃক্ত সনদের ধারা-৯ এবং সনদের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ বিষয়ে বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে প্রথমে সালিসি এবং তা সফল না হলে আন্তর্জাতিক আদালতে যাবার বাধ্যবাধকতা সংক্রান্ত বিধানের ধারা-২৯ শর্ত-সংরক্ষণ করেছে, যা বাংলাদেশসহ অনেক দেশই করেনি। শরীয়াহকে স্পর্শ করে এমন কিছু ধারা অনেক রাষ্ট্র শর্ত-সংরক্ষণ করলেও তাদের তা করার ভাষার ভিন্নতা তাৎপর্যপূর্ণ।

বিভিন্ন রাষ্ট্র কর্তৃক উল্লিখিত বিষয়ের শর্ত-সংরক্ষণের ভাষা অনেকটাই এমন যে, মুসলিম আইন, বা মুসলিম পারিবারিক আইন শরীয়াহ মেনে চলা সাপেক্ষে তারা সিডও প্রয়োগ করবে। অনেক রাষ্ট্র বলেছে ইসলামী আইন নারী-পুরুষ সমঅধিকারের বিরোধী নয়, এটা মনে রেখেই তারা সিডও বুঝবে ও প্রয়োগ করবে। মিশর ও ইরাক বলেছে পারিবারিক আইনের বিষয়ে শরীয়াহ নারী-পুরুষের ভারসাম্য রক্ষার জন্য তাদের মধ্যে যে সমানাধিকার নিশ্চিত করার কথা বলে তা মেনে চলে ১৬(চ) প্রয়োগ করবে। সৌদি আরব বলেছে দেশে প্রচলিত শরীয়াহ আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক না হওয়া সাপেক্ষে তারা সিডও বাস্তবায়ন করবে। পাকিস্তান বলেছে, পাকিস্তানের ইসলামী শাসনতন্ত্রের বিধানাবলী মেনে চলা সাপেক্ষে তারা সিডও মেনে চলবে।

ধারা-২ এর ক্ষেত্রে আলজেরিয়া তার শর্ত-সংরক্ষণে উল্লেখ করেছে আলজেরীয় পারিবারিক কোডের বিধি-বিধান মেনে চলা সাপেক্ষে তারা এই ধারার শর্তাবলী মেনে চলবে। বাহরাইনও অনেকটা অনুরূপভাবে বলেছে শরীয়াহ্র সীমানার মধ্যেই তারা এই ধারার শর্তাবলী বাস্তবায়ন করবে। মালয়েশিয়া সিডও-তে যোগদান করে ঘোষণা করেছে চুক্তির শর্তাবলী শরীয়াহ্ ও মালয়েশিয়া ফেডেরাল সংবিধানের পরিপন্থী নয় এই ধারণা বলেই এবং এ রকম ব্যাখ্যা করেই মালয়েশিয়া চুক্তিতে যোগদান করছে।

শর্ত-সংরক্ষণকারী অধিকাংশ রাষ্ট্রই এমন সাধারণ বা অনির্দিষ্ট ভাষায় শর্ত-সংরক্ষণ করেছে, যাকে শর্ত-সংরক্ষণ না বলে একধরণের ঘোষণা বলাই যুক্তিসঙ্গত, যা আন্তর্জাতিক চুক্তি আইনের অধীন অধিকতর গ্রহণযোগ্য। শরীয়াহকে নিজস্ব যৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখা বা ব্যাখ্যার সুযোগ রয়েছে। এর ফলে শর্ত-সংরক্ষণ বা কোন ব্যাখ্যামূলক ঘোষণা দিয়ে সনদের পক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে এর মূল মর্ম বাস্তবায়ন সম্ভব।

৩. বাংলাদেশ কর্তৃক শর্ত-সংরক্ষণের ভাষা ও তার প্রকৃতি

যে সকল রাষ্ট্র সুনির্দিষ্ট ধারায় সুনির্দিষ্টভাবে শর্ত-সংরক্ষণ করেছে তাদের মধ্যে বাংলাদেশ, কুয়েত ও সংযুক্ত আরব আমিরাত উল্লেখযোগ্য। কুয়েত ধারা ১৬(চ) সম্পর্কে বলেছে ইসলামিক শরীয়ার পরিপন্থী হওয়ায় এটি দ্বারা কুয়েত বাধ্য নয়। এই ধারা সম্পর্কে সংযুক্ত আরব আমিরাতও অনুরূপ শর্ত-সংরক্ষণ করেছে। এই দুইটি রাষ্ট্র সন্তানের জাতীয়তা নির্ধারণ সংক্রান্ত সনদের ধারা ৯ সম্পর্কেও শর্ত-সংরক্ষণ করেছে। বাংলাদেশের শর্ত-সংরক্ষণ আরো কঠিন। বাংলাদেশ মনে করে ধারা ২ ও ১৬(১)/গ কোরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক শরীয়াহ আইনের বিরোধী হওয়ায় তা গ্রহণযোগ্য নয়। উল্লেখ্য বাংলাদেশ সনাতন ধর্মাবলম্বিদের আইনের কথা বলেনি যদিও দেশের ১০% এর অধিক মানুষ এই আইনের অনুসারী, এবং প্রচলিত সনাতন ধর্ম নারী অধিকারের ক্ষেত্রে শরীয়াহর চেয়ে অধিকতর রক্ষণশীল।

সহজেই অনুমেয় অধিকাংশ রাষ্ট্রের তুলনায় বাংলাদেশের শর্ত-সংরক্ষণের ভাষা অনেকটাই চরম (extreme) এবং অপ্রয়োজনীয়। পুরো ধারা-২ ও ধারা ১৬(১)/গ কিভাবে কোরআন ও সুন্নাহ বিরোধী হলো তার কোন ব্যাখ্যা বাংলাদেশ দেয়নি। উল্লেখ্য, একমাত্র বাংলাদেশই তার শর্ত-সংরক্ষণে পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহর উল্লেখ করেছে। ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও প্রমাণ ছাড়া কোন কিছুকে কোরআন সুন্নাহ বিরোধী আখ্যায়িত করা ঠিক নয়।

৪. বাংলাদেশে শরীয়াহ্ নিয়ে বিভ্রান্তি

আমাদের দেশে শরীয়াহ নিয়ে বিভ্রান্তি রয়েছে। এর ইতিবাচক নিরসন বাঞ্ছণীয়। অন্যথায়, নারীর সাংবিধানিক ও মানবাধিকার কখনোই পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। এ লক্ষ্যে শরীয়াহ্র যৌক্তিক ও যুগোপযোগী ব্যাখ্যার প্রয়োজন, যার যথেষ্ট অবকাশও রয়েছে।

শরীয়ার মূল উৎস হচ্ছে পবিত্র কোরআন, সুন্নাহ এবং এ দুটি উৎসে কোন সমস্যার সরাসরি মীমাংসা না পাওয়া গেলে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের সে বিষয়ে মতৈক্য (ইজমা) ও এই উৎসসমূহের তুলনামূলক বিশ্লেষণে সাদৃশ্যমূলক সিদ্ধান্ত (কিয়াস)। এরপরও সকল সমস্যার সমাধান না-ও পাওয়া যেতে

পারে। তাই যুগ যুগ ধরে মূল উৎসসমূহের যৌক্তিক ব্যাখ্যা ইসতিহাদের মাধ্যমে মুসলিম পারিবারিক আইনের সমস্যার সমাধান করা হয়েছে।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ), খোলাফায়ে রাশেদিন ও তৎপরবর্তী আরো প্রায় তিনশত বছর মুসলিম বিশ্বে চিন্তার যথেষ্ঠ স্বাধীনতা ছিল, যার ফলে যৌক্তিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে শরীয়াহ্ শাস্ত্রে বিভিন্ন মতবাদ জন্মলাভ করেছে, যা আজও প্রচলিত আছে। কিন্তু একাদশ শতকে চিন্তা ও ব্যাখ্যার প্রাণ ইসতিহাদ চর্চায় ভাটা পড়ে। মুসলিম বিশ্বে শুরু হয় চিন্তার বন্ধ্যাত্ব, যার পরিণাম ভাল হয়নি। বিদ্যমান অবস্থার পরিবর্তন অপরিহার্য।

৫. শরীয়াহ্ ও প্রণীত আইন

ব্রিটিশ শাসনামলে প্রণীত ১৯৩৭ সনের শরীয়াহ্র প্রয়োগ সংক্রান্ত আইন অনুযায়ী এখানে পারিবারিক বিষয়ের উপরই শুধু শরীয়াহ প্রযোজ্য, যদিও অনেক মুসলিম রাষ্ট্রে অন্যান্য দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিষয়ে শরীয়াহ প্রয়োগ করা হয়। ১৯৩৯ সনে প্রণীত হয় মুসলিম বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন যা নিঃসন্দেহে শরীয়াহ্র প্রগতিশীল বিকাশ। পাকিস্তান শাসনামলে ১৯৬১ সনে গৃহীত হয় মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ। এই আইন ইসলামের মৌলিক ন্যায়নীতি ও ইনসাফের আলোকে প্রচলিত শরীয়াহ্র প্রয়োজনীয় সংশোধনের মাধ্যমে একে আরো সমৃদ্ধ করেছে।

প্রগতিশীল ও যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন এবং বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্তের মাধ্যমে শরীয়াহ্ আইনকে অধিকতর যুক্তিনির্ভর ও যুগোপযোগী করা সম্ভব। ইতোমধ্যে অভিভাবকত্ব, হেফাজত, ভরণ-পোষণ ও বৈবাহিক সম্পর্ক পুনরুজ্জীবন বিষয়ে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কয়েকটি সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, যেগুলোকে আমরা শরীয়াহ্র পরিবর্তন না বলে শরীয়াহ্ ভান্ডারের প্রগতিশীল বিকাশ বলতে পারি। অনুরূপভাবে আদালতের রায় ও আইন প্রণয়নের মাধ্যমে অনেক মুসলিম রাষ্ট্রই স্ব স্ব শরীয়াহ্ ভান্ডার সমৃদ্ধ করছে। এতে তাদের নিজস্ব ধ্যান-ধারণা, প্রয়োজন, যুক্তি, ঐতিহ্যের প্রতিফলন ঘটছে। এজন্যই বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রে অনেক ক্ষেত্রেই শরীয়াহ্র অবয়বে ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়, এবং তা সবই পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক।

৬. বাংলাদেশ কর্তৃক শর্ত-সংরক্ষণ ও ইতোমধ্যে দুইটি ধারা থেকে তা প্রত্যাহার

বাংলাদেশ সিডও তে যোগদান করেছে ১৯৮৪ সনে। এরপর ধারা ১৩(ক) ও ১৬(১)/চ থেকে শর্ত-সংরক্ষণ প্রত্যাহার করেছে ১৯৯৭ সালে। ১৩(ক) তে নারীর সমান পারিবারিক সুবিধাদি পাওয়ার অধিকারের উল্লেখ রয়েছে। এটির আদৌ কেন শর্ত-সংরক্ষণের প্রয়োজন হয়েছিল তা বোধগম্য নয়। এখানে সুবিধাদি বলতে চলমান পরিবারের আর্থিক ও অন্যান্য সাধারণ বস্তুগত সুবিধাদির কথাই বলা হয়েছে।

উত্তরাধিকারের বিষয় এখানে সরাসরি আসেনা তাই এই শর্ত-সংরক্ষণের প্রত্যাহার ছিল অপরিহার্য, যা করা হয়েছে।

অন্যদিকে শর্ত-সংরক্ষণ প্রত্যাহারের আরেক ধারা হচ্ছে ১৬(১)/চ যেখানে অবিভাবকত্ব, হেফাজত, ট্রাস্ট, দত্তক এবং অনুরূপ বিষয়ে নারী পুরষের (স্বামী-স্ত্রী) একই অধিকারের কথা বলা হয়েছে। এ সকল প্রশ্নের মীমাংসায় সন্তানের স্বার্থই মুখ্য বলে বিবেচিত হবে বলে আমাদের উচ্চ আদালতের অনেক রায় রয়েছে, যা কোনক্রমেই শরীয়াহ বিরোধী নয়, বরং তার পরিপূরক। এটিরও শর্ত-সংরক্ষণের কোন প্রয়োজন ছিল না। ভাল যে এটি প্রত্যাহার করা হয়েছে।

মনে করার সঙ্গঁত কারণ রয়েছে যে, ১৯৮৪ সনে যখন বাংলাদেশ সিডও-তে যোগদান করে তখন দেশে ধর্মকে রাজনীতিতে ব্যবহার করার প্রবণতা ছিল বেশী। এর ফলশ্রুতিতেই তখন শর্ত-সংরক্ষণের ভাষা ছিল কট্টর ও অযৌক্তিক। এখন এই শর্ত-সংরক্ষণ প্রত্যাহার বা ভাষা আরো নমনীয়, সাধারণ ও যৌক্তিক করে কোন ঘোষণা প্রদান করা যায়, যা নারীর অধিকার রক্ষা ও বৈষম্য বিলোপে সহায়ক হবে।

৭. সিডও ধারা ২-এর শর্ত-সংরক্ষণ প্রত্যাহার প্রসঙ্গ

সিডও ধারা ২ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটিকে অনেকে সনদটির প্রাণ বলে আখ্যায়িত করেছেন, কারণ পুরো সনদে নারীর যে সকল অধিকারের কথা বলা হয়েছে বা নারীর প্রতি যে সকল বৈষম্য বিলোপ করার কথা হয়েছে তা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ নেয়ার কথা বলা হয়েছে সাতটি উপধারা সম্বলিত এই ধারায়।

ধারা ২-এ বলা হয়েছে পক্ষ-রাষ্ট্রসমূহ নারীর বিরুদ্ধে যে-কোন ধরণের বৈষম্যের নিন্দা জানায়, অনতিবিলম্বে ও সর্বপ্রকারে এই বৈষম্য দূরীকরণের নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করছে, এবং এই লক্ষ্যেঃ

(ক) সংবিধান ও অন্যান্য আইনে নারী-পুরুষের সমানাধিকারের নীতি লিপিবদ্ধ করবে যদি না এরই মধ্যে তা লিপিবদ্ধ হয়ে থাকে, এবং আইন ও অন্যান্য উপযুক্ত পদক্ষেপের মাধ্যমে এই নীতি বাস্তবায়িত করবে;

(খ) নারীর প্রতি বৈষম্য নিষিদ্ধ করার জন্য ক্ষেত্রমত শাস্তিমূলক ব্যবস্থাসহ আইনগত ও অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

(গ) পুরুষের সঙ্গেঁ সমানভাবে নারীর অধিকারের আইনগত সুরক্ষা প্রতিষ্ঠা এবং উপযুক্ত আদালত বা ট্রাইব্যুনাল এবং অন্যান্য সরকারী সংস্থার মাধ্যমে যে-কোন বৈষম্যমূলক কার্যের বিরুদ্ধে কার্যকর সুরক্ষা নিশ্চিত করবে;

(ঘ) নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক যে-কোন কাজ ও প্র্যাকটিস থেকে বিরত থাকবে এবং কোন সরকারী কর্তৃপক্ষ ও প্রতিষ্ঠান যেন এই দায়িত্ব মোতাবেক কাজ করে তা নিশ্চিত করবে;

(ঙ) কোন ব্যক্তি, সংগঠন বা সংস্থা কর্তৃক নারীর প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন দূরীকরণের সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

(চ) নারীর প্রতি বৈষম্য সৃষ্টি করে বিদ্যমান এমন আইন, বিধান, প্রথা ও প্র্যাকটিস সংশোধন বা বাতিল করার জন্য আইন প্রণয়নসহ সকল উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

(ছ) নারীর প্রতি বৈষম্য সৃষ্টি করে এমন সকল ফৌজদারী বিধি বিধান বাতিল করবে।

একমাত্র বাংলাদেশ ছাড়া অন্য কোন মুসলিম রাষ্ট্র পুরো ধারাটিকে কোরআন সুন্নাহ বিরোধী বলে চিহ্নিত করে তা প্রত্যাখান করেনি। এর শর্ত-সংরক্ষণ সনদের মূল আদর্শ ও উদ্দেশ্যর সঙ্গেঁ সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তাই অনেক রাষ্ট্র যেমন জার্মানী, বেলজিয়াম, সুইডেন, মেক্সিকো, নেদারল্যান্ডস এই শর্ত-সংরক্ষণের বিরোধিতা করে আপত্তি উত্থাপন করেছে।

ধারা-২ অধ্যয়নে প্রতিয়মান হয়, সিডও শুধু পারিবারিক বা ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমানাধিকার রক্ষার দলিল নয়, বরং এটি রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রেই নারী-পুরুষের সমানাধিকার বা নারী অধিকার বা নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপের কথা বলেছে, যার সঙ্গেঁ যে সকল ক্ষেত্রে বাংলাদেশে শরীয়াহ্ প্রযোজ্য তার সম্পর্ক নেই। এছাড়া আলোচিত এই ধারায় যে সকল আইনগত পদক্ষেপ নেয়ার কথা বলা হয়েছে তা ইতোমধ্যে আমাদের অনেক আইনে রয়েছে, যেমন আমাদের সংবিধানে অনেক অনুচ্ছেদই এই উদ্দেশ্যে নিবেদিত। ফৌজদারী আইন, সাক্ষ্য আইন ও অনেক দেওয়ানী আইনে নারী বৈষম্যমূলক কোন বিধান নেই। সংশ্লিষ্ট অনেক আইনই সংবিধানের নারী-পুরুষ সমানাধিকার বিধানবলীর প্রতিধ্বনি। এগুলো ধারা ২ এর অনেক শর্তই পূরণ করে। এমতাবস্থায় কোন উপধারা শরীয়াহ আইনের সঙ্গেঁ আপাত সাংঘর্ষিক হতে পারে এই আশংকায় পুরো ধারা শর্ত-সংরক্ষণ অশুদ্ধ ও অযৌক্তিক, যা কোন মুসলিম রাষ্ট্রই করেনি, যদিও তারা তাদের ব্যাখ্যায় শরীয়াহ্ মেনে চলেই সনদ বাস্তবায়নের কথা বলেছে।

৮. ধারা ১৬ (১)গ-এর শর্ত-সংরক্ষণ প্রত্যাহার

অন্যদিকে ধারা ১৬ (১)/গ থেকেও শর্ত-সংরক্ষণ প্রত্যাহারযোগ্য। এই ধারায় বলা হয়েছে "বৈবাহিক সম্পর্ক বিদ্যমান অবস্থা ও বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের একই অধিকার থাকবে"। এটিকে সম্পূর্ণরূপে ও সরাসরি কোরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক শরীয়াহ্‌র বিরোধী বলা যাবে না, কারণ দেশে প্রচলিত শরীয়াহ মোতাবেক পরিবারে অনেক ক্ষেত্রে পুরুষের অধিকার ও দায়িত্ব বেশী থাকলেও নারীরও অনেক অধিকার রয়েছে যা স্পষ্টতই বাংলাদেশ কর্তৃক সনদের ধারা- ১৩ (ক) ও ১৬ (১)/চ এর উপর থেকে সংরক্ষণ প্রত্যাহার দ্বারা সহজেই প্রমাণিত হয়। বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার স্ত্রীরও রয়েছে। তবে প্রচলিত আইনে স্বামীর অধিকার বেশী সন্দেহ নেই। এই ব্যতিক্রম সাপেক্ষে অবশ্যই এই উপধারা বাস্তবায়নযোগ্য। এখানে সম্পূর্ণরূপে শর্ত-সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই। ভিন্ন ভাষায় শর্ত-সংরক্ষণ কিংবা প্রয়োজনীয় ঘোষণা প্রদান করে এর লক্ষ্য পূরণ করা যায়।

৯. সুপারিশ

উল্লিখিত তথ্য ও আইন বিশ্লেষণের ভিত্তিতে এবং অন্যান্য অনেক মুসলিম রাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে নিম্নবর্ণিত ভাষায় প্রস্তাবিত শর্ত-সংরক্ষণ প্রত্যাহার করা যেতে পারেঃ **বাংলাদেশ *নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত সনদ*-এর ধারা ২ ও ১৬(১)গ থেকে তার শর্ত প্রত্যাহার করছে, তবে এই ধারা দুইটির শর্তাবলী প্রয়োগে বাংলাদেশ তার সংবিধান ও প্রচলিত আইনের বিধানাবলীর সঙ্গেঁ এর সামঞ্জস্য বিধান করবে। (Bangladesh withdraws her reservation from Article 2 and Article 16/1(c) of the *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*. However, Bangladesh shall apply the provisions of these articles in compatibility and harmony with her Constitution and existing laws).**

অধ্যাপক ড. এম. শাহ আলম
চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত)
আইন কমিশন।